গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
(www.bkkb.gov.bd)

বিষয়: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৯/০৯/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ২২তম সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. নাহিদ রশীদ মহাপরিচালক (সচিব) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
সভার তারিখ	:	২৯/০৯/২০২১
সময়	:	বেলা ১০.৩০ টায়
সভার স্থান	:	বোর্ডের সভা কক্ষ।

সভায় কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য পরিচালক(প্রশাসন)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক(প্রশাসন) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

০৩। পরিচালক(প্রশাসন) সভায় অবহিত করেন যে, বোর্ডের ১৮/০৭/২০২১তারিখ অনুষ্ঠিত ২১তম সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সকল কর্মকর্তাগণের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর সংশোধন/সংযোজন সম্পর্কে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে আলোচনা শেষে সর্বসম্মতভাবে কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

০৪। পরিচালক(প্রশাসন) ২১তম সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং আলোচ্যসূচি অনুযায়ী অন্যান্য বিষয় উপস্থাপন করেন। সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১।	বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	(১) পরিচালক, চট্টগ্রাম জানান যে, স্থাপত্য অধিদপ্তর চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ বোর্ডের নিজস্ব জমিতে ২০ তলা ভবন নির্মাণের নকশা প্রনয়ণ করে। ভবন নির্মাণে গণপূর্ত অধিদপ্তর ৩৩৫ কোটি টাকার প্রক্কলনের খসড়া প্রস্তুত করেছে, যা খুব ব্যয়বহুল। পরিচালক (প্রশাসন) জানান, ভবন নির্মাণের বিষয়ে বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত রয়েছে। মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, ২০তলা ভবন নির্মাণের ফাউন্ডেশন রেখে প্রথম পর্যায়ে ১০ তলা নির্মাণের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে গণপূর্ত বিভাগ থেকে প্রাক্কলন প্রাপ্তির পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যৌক্তিক হবে। বান্দরবানে বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় পর্যনটকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় বোর্ড সভায় অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, এ পর্যটন কেন্দ্রটি যেন উন্নতমানের একটি পর্যটন কেন্দ্র হয়। বান্দরবানে আধুনিক ও উন্নতমানের ১টি রিসোর্ট নির্মাণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	(১) চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে ২০ তলা ভবনের প্রাক্কলন প্রাপ্তির পর ভবন নির্মাণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। বান্দরবানে বোর্ডের জমিতে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করে এক মাসের মধ্যে একটি খসড়া ডিজাইন তৈরী করতে হবে।	(১) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
		(২) পরিচালক(চলতি দায়িত্ব), খুলনা জানান গত বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আধুনিক কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।	(২) উন্নয়নমূলক কাজসহ অন্যান্য কার্যক্রম দ্রুত ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।	(২) উপপরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা।

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		(৩) পরিচালক রাজশাহী, নিকট হতে একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন যে, রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টারটি গত ২২/১০/২০১৭ তারিখ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেছে, এ মূহুর্তে পুনরায় সংস্কার কাজ করা সঙ্গত হবে না। সেন্টারটি ভাড়া প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার যেমন স্থানীয় পত্রিকা, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সমন্বয় সভায়ও উপস্থাপন করা যায়। জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসে প্রচার চালানোর জন্য মহাপরিচালক পরামর্শ প্রদান করেন।	(৩) রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টারের আয় বৃদ্ধি করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালানোর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি চাকুরিজীবি ও ব্যক্তি পর্যায়ে আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	(৩) পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী।
		(৪) পরিচালক, বরিশাল জানান যে, অফিস ভবন স্থাপনের লক্ষ্যে উপযুক্ত জমি বন্দোবস্ত গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে রাস্তার পাশে জমি নেয়ার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অফিসের স্থান সংকুলান হচ্ছেনা বিধায় পরিচালকের কক্ষ বর্তমান স্থানে রেখে অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য বাসা ভাড়া নেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান, কমিশনার কার্যালয়ের ১টি পরিত্যক্ত ভবন রয়েছে। সে ভবনটি বরাদ্দের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। এছাড়া কুয়াকাটায় পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৬৯ শতক জায়গার একটি প্লট পাওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	(৪) কমিশনার কার্যালয়ের পাশে পরিত্যক্ত ভবনটি বরাদ্দের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পরিত্যক্ত ভবনটি পাওয়া না গেলে অন্যত্র অফিসের বাসা ভাড়া নিতে হবে।	(৪) পরিচালক (উন্নয়ন) ও পরিচালক, বরিশাল।
		(৫) উপপরিচালক, ময়মনসিংহ বলেন, বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য উপযুক্ত জমি বন্দোবস্ত গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(৫) ময়মনসিংহ বিভাগীয় অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে জমি বন্দোবস্ত গ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করতে হবে এবং বর্তমানে অফিসে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ভাড়া বাড়িতে অফিস স্থানান্তরের ব্যবস্থা নিতে হবে।	(৫) উপপরিচালক, ময়মনসিংহ।
০২।	মাসিক কল্যাণ ভাতা কার্ডভিত্তিক হিসাব ব্যাংক ও বোর্ডের প্রধান এবং বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের রিকনসাইল করে সমন্বয় করা	(১) সভায় অবহিত করা হয় যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক রিকনসাইল এর ৩১/০৪/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৫১,৮৯২টি ডাটা আপডেট হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির জন্য আউট সোর্সিং করে ডাটা এন্ট্রির কাজ স্থগিত রয়েছে। উল্লেখ্য, প্রধান কার্যালয়ে নব নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্য থেকে ৩ জন দ্বারা ব্যাংক রিকনসাইল সফটওয়্যারে ডাটা এন্ট্রির কাজ ১০ অক্টোবর, ২০২১ থেকে আরম্ভ করা যেতে পারে।	(১) প্রধান কার্যালয়ের ৩ জন নবনিযুক্ত কর্মচারীদের দ্বারা ডাটা এন্ট্রির কাজ ১০ অক্টোবর, ২০২১ তারিখ থেকে শুরু করে দ্রুত শেষ করতে হবে।	(১) হিসাব শাখা এবং আইটি শাখা।
		(২) সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখার সাথে পরিচালক(প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে ২৬/০৯/২০২১ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, কল্যাণভাতা প্রদান কার্যক্রমটি পরিচালনার জন্য ব্যাংকের	(২) ব্যাংকের আইটি শাখা ও বোর্ডের আইটি শাখা সমন্বয়ে সফটওয়্যারের মাধ্যমে কল্যাণ ভাতার রিকনসাইল সম্পন্ন করার বিষয়ে পরিচালক, ঢাকা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	(২) পরিচালক, ঢাকা।

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		আইসিটি শাখা ও বোর্ডের আইসিটি শাখা সমন্বয়ে সফটওয়্যার উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। এতে রিকনসাইল কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।	করবেন।	
		(৩) পরিচালক, চট্টগ্রাম জানান যে, ২০২০ পর্যন্ত হিসাব সম্পন্ন আছে।	(৩) ব্যাংকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে রিকনসাইল অব্যাহত রাখতে হবে।	(৩) পরিচালক, চট্টগ্রাম।
		(৪) পরিচালক, বরিশাল জানান যে, ২০২০ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত হিসাব সম্পন্ন রয়েছে এবং ২৭৩৬টি কার্ড চলমান রয়েছে।	(৪) ব্যাংকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে রিকনসাইলের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	(৪) পরিচালক, বরিশাল।
		(৫) পরিচালক, খুলনা জানান যে, তাঁদের ২০২০ পর্যন্ত হিসাব সম্পন্ন রয়েছে। ব্যাংক কোন টাকা পাবে না।	(৫) ব্যাংকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে রিকনসাইলের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	(৫) পরিচালক, খুলনা।
		(৬) পরিচালক, রাজশাহী জানান যে, ২০১৯ সাল পর্যন্ত হিসাব সম্পন্ন রয়েছে।	(৬) কল্যাণ ভাতার রিকনসাইল সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(৬) পরিচালক, রাজশাহী।
		(৭) পরিচালক, রংপুর জানান যে, তাদের এক থেকে দেড় মাস সময় সীমার মধ্যে রিকনসাইল কাজ সম্পন্ন হবে।	(৭) পূর্ববর্তী রিকনসাইলের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	(৭) পরিচালক, রংপুর
		(৮) পরিচালক, সিলেট জানান যে, কল্যাণ ভাতার ২৫৯৮টি কার্ড চলমান রয়েছে, মেয়াদ উত্তীর্ণ ৩৩৯টি। রিকনসাইল কাজ ২০১৮ সাল পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে।	(৮) পরিচালক, সিলেট-কে ব্যাংকের সাথে রিকনসাইলের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	(৮) পরিচালক, সিলেট
		(৯) উপপরিচালক, ময়মনসিংহ জানান যে, ৩৬০টি কার্ডের রিকনসাইলের কাজ হয়েছে।	(৯) পরিচালক, ময়মনসিংহ-কে ব্যাংকের সাথে রিকনসাইলের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	(৯) পরিচালক, ময়মনসিংহ।
০৩।	প্রশিক্ষণ	প্রধান কার্যালয়ের ২৫ জনকে ই-নথি বিষয়ে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ এবং বিভাগীয় পর্যায়ের ১৬ জনকে ই-নথি বিষয়ে ToT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বোর্ডের ৪১ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে মোট ৫২৫ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, প্রশিক্ষণ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করা হচ্ছে।	প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ে বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। ২। পরিচালক/ উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
০৪।	মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্বাস্থ্য বিষয়ক কোর্স চালু এবং পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগে চালু করা।	(১) চট্টগ্রাম বিভাগে বিউটিফিকেশন কোর্স চালুর জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পরিচালক, চট্টগ্রাম জানান বিউটিফিকেশন কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অচিরেই বিউটিফিকেশন কোর্স চালু করা হবে।	(১) বিউটিফিকেশন কোর্সের কোর্স ফি ৫০০/- হতে বৃদ্ধি করে সময়োপযোগী করার প্রস্তাব পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	পরিচালক (উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
		(২) পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), খুলনা জানান, খুলনায় একমাত্র সেলাই প্রশিক্ষিকা ছাড়া আর কোন প্রশিক্ষিকা নেই। বাকি প্রশিক্ষণ তারা আউটসোর্স জনবল দিয়ে সম্পন্ন করেন।	(২) খুলনায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সে কি কি আপডেট করা হয়েছে তা প্রধান কার্যালয়ে জানাতে হবে।	
		(৩) পরিচালক, বরিশাল জানান যে, করোনার	(৩) প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণ	

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		কারণে প্রশিক্ষণ বন্ধ ছিল এখন আবার চালু করা হয়েছে। তাঁদের ০৩ জন প্রশিক্ষিকা রয়েছেন। বিউটিফিকেশন কোর্সটি আউটসোসিং এ নেয়া প্রশিক্ষিকা দিয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	অনুষ্ঠানের বিষয়ে আবশ্যিকভাবে প্রধান কার্যালয়ে অবহিত রাখতে হবে। প্রয়োজনে অনলাইনে প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংযুক্ত হবেন।	
০৫।	**ই-ফাইলিং চালুকরণ**, GRS **ও নাগরিক সনদের বাস্তবায়ন।**	(১) বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের ২৫ জন এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের ১৬জন সহ মোট ৪১জনকে ই-নথি বিষয়ে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের সকল শাখায় ই-নথির মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। এ কাজের প্রমাণক রাখার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী একটি রেজিস্টার ব্যবহার করতে হবে।	(১) প্রধান কার্যালয়ে ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তি আরও বৃদ্ধি করতে হবে এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শাখায় একটি রেজিস্টার ব্যবহার করতে হবে।	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ। ২। উপপরিচালক, (প্রশাসন) প্রধান কার্যালয়।
		(২) বিভাগীয় পর্যায়ে ই-নথি কার্যক্রম লাইভ সার্ভারে চালুর বিষয়ে প্রধান কার্যালয় হতে এটুআই প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ পত্র প্রেরণ করলে কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় অফিসগুলোকে ই-নথির লাইভ সার্ভারে যুক্ত করা হবে। ই-নথির সার্ভারের গতির সমস্যার জন্য মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোকে পর্যায়ক্রমে লাইভে নেয়া হচ্ছে।	(২) বিভাগীয় কার্যালয়ে ই-নথি চালু করার জন্য এটুআই-কে পত্র প্রেরণ করতে হবে। বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে ১ নভেম্বর, ২০২১ তারিখ থেকে ই-নথি চালু করতে হবে।	
		(৩) কল্যাণ বোর্ড GRS এর কেন্দ্রীয় সফটওয়্যারের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। কিন্তু বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ GRS এর বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগে করে জানা যায় যে, GRS বিষয়ে এ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ প্রদানের তালিকায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড-এর নাম রয়েছে। সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে।	(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রেখে GRS সফটওয়্যারের প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।	
		(৪) প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ে GRS এর ম্যানুয়াল পদ্ধতি চালু আছে। এছাড়া প্রধান কার্যালয়ের ওয়েবপোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা রয়েছে।	(৪) GRS এর কেন্দ্রীয় সফটওয়্যারের প্রশিক্ষণের পূর্ব পর্যন্ত প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ে অনলাইন ও ম্যানুয়ালি প্রাপ্ত অভিযোগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।	
		(৫) প্রধান কার্যালয়ের হালনাগাদকৃত সিটিজেন্স চার্টার মহাপরিচালক(সচিব) মহোদয় কর্তৃক ২৭/০৯/২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে যা যথাস্থানে স্থাপন করার ব্যবস্থা করা হবে।	(৫) প্রধান কার্যালয়ে হালনাগাদকৃত সিটিজেন্স চার্টার যথাস্থানে এবং বিভাগীয় কার্যালয়ে সিটিজেন্স চার্টার স্ব স্ব বিভাগের যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে।	
০৬।	প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান Head of Procuring Entity কর্তৃক	(১) প্রধান কার্যালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের Procurement Plan ১১ জুলাই, ২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত রয়েছে।	বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের Procurement Plan গুলো Head of Procuring Entity এর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে	প্রধান কার্যালয়ের হিসাব শাখা (বোর্ড তহবিল)

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	অনুমোদন	(২) ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ হতে Procurement Plan প্রধান কার্যালয়ে পাওয়া গেছে। রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগ থেকে Procurement Plan পাওয়া গেলে Head of Procuring Entity এর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।	হবে।	

০৪। পরিচালক (প্রশাসন) ২২তম সমন্বয় সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

০১।	কল্যাণভাতা, যৌথবীমা ও দাফন অনুদান এর Service Simplification Software বিভাগীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	প্রধান কার্যালয়ে কল্যাণ-যৌথ-দাফন অনুদানের সমন্বিত সফটওয়্যারটি ০১/১১/২০২০ তারিখ থেকে চালু হয়েছে এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে সফটওয়্যারটি প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে। বিভাগীয় পর্যায়ে সফটওয়্যারটি বাস্তবায়নের জন্য কিছু নতুন ফিচার উন্নয়ন করতে হবে। যেমন: বিভাগীয় কার্যালয়ের আবেদনের ডায়েরি নম্বর জেনারেট করা, ভুলে এক বিভাগের আবেদন অন্য বিভাগে দাখিল করলে তা সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ এবং সে বিভাগের ডায়েরি নম্বর প্রদান, বিভাগের আবেদনগুলো উপস্থাপনের জন্য জেলার নাম দেখানো, সেবাপ্রার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে সার্ভারের কনফিগারেশন আপডেট করা এবং বিভিন্ন রিপোর্ট জেনারেট করা। এসব বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য প্রত্যেক বিভাগ থেকে ২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়ে প্রধান কার্যালয়ে Service Simplification Software এর ওপর ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত/ সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংযোজন/বিয়োজনপূর্বক সফটওয়্যারটি পরিমার্জন করে বিভাগীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। প্রোগ্রামার সভায় অবহিত করেন যে, শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এ সফটওয়্যারটি ৩১/১২/২০২১ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সফটওয়্যার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ফিল্ডবুস্টার লিমিটেড এর সাথে সার্ভিস মেইনটেন্যান্স চুক্তির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ শেষ হবে। বর্ণিতাবস্থায় সফটওয়্যার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্ভিস মেইনটেন্যান্স চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।	(১) কল্যাণ-যৌথ-দাফন অনুদানের Service Simplification Software এর ওপর ২(দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করতে হবে এবং প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন/সংযোজন/বিয়োজনপূর্বক সফটওয়্যারটি পরিমার্জন করে বিভাগীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করতে হবে; (২) বিভাগীয় পর্যায়ে Software টি ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সফটওয়্যার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ফিল্ডবুস্টার লিমিটেড এর সাথে কার্যকর যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	উপপরিচালক (প্রশাসন) এবং প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়।
০২।	কল্যাণ অনুদান, যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেস্টি ক্রিয়া অনুদানের আবেদন করার সময়সীমা	৩০/০৬/২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৬তম সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মচারী মৃত্যুর তারিখ হতে ৩ বছরের মধ্যে কল্যাণ অনুদানের আবেদন করতে হবে। ৩ বছরের অতিক্রান্ত হলে কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে কল্যাণ ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা বাড়ানো বা ৫	কল্যাণ অনুদান, যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেস্টিক্রিয়া অনুদানের আবেদন কর্মচারীর মৃত্যুর ৩ বছরের মধ্যে করতে হবে।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।

	নির্ধারণ	বছর করা যায় কিনা সে বিষয়ে মতামত গ্রহণ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে পূর্বের ন্যায় ৩ বছর রাখার বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।		
০৩।	কল্যাণ অনুদানের আবেদন বিভাগীয় পর্যায়ে নিষ্পত্তি সংক্রান্ত।	সভায় অবহিত করা হয় যে, পূর্বে মাসিক কল্যাণ ভাতা বর্তমান ঠিকানা অনুযায়ী নিস্পত্তি করা হতো। পরবর্তীতে সর্বশেষ কর্মস্থল যে বিভাগের অধীন সে বিভাগ হতে নিস্পত্তি করা হয়। এতে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় সর্বশেষ কর্মস্থল হতে যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান প্রদান করা হয়। কিন্তু কল্যাণ ভাতার সর্বশেষ কর্মস্থল ও আবেদনকারী অন্য বিভাগ থেকে কল্যাণভাতা উত্তোলনের ক্ষেত্রে ব্যাংক হতে পেমেন্ট প্রদানে সমস্যা হওয়ায় এসব ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় হতে কল্যাণভাতা নিস্পত্তি করা হচ্ছে। সোনালী ব্যাংকের সকল শাখা অনলাইন এর আওতায় আসায় এখন থেকে সর্বশেষ কর্মস্থল হতে কল্যাণভাতা, যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান অর্থ প্রদান করা যেতে পারে। তারা পরে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে তা সমন্বয় করে নেবে। এ বিষয়ে পরিচালক, চট্টগ্রাম ও পরিচালক, বরিশাল বর্তমান পদ্ধতি বহাল রাখার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।	এ বিষয়ে অধিকতর পর্যালোচনা পূর্বক পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
০৪।	বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের দাপ্তরিক শাখা ও শাখার কোড নম্বর প্রদান:	বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের নথিতে ডিজিটাল নথি নম্বর ব্যবহার ও ই-নথি চালু করার জন্য বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের শাখা ও শাখার কোড নম্বর নির্ধারণ করার জন্য বিভাগীয় পরিচালক এবং উপপরিচালকগণ সভায় মতামত প্রদান করেন।	প্রত্যেক বিভাগীয় কার্যালয়ে নিম্নরূপভাবে শাখা ও শাখার কোড নম্বর প্রদান করা হলো: ১. পরিচালক এর দপ্তর-০০১ ২. উপপরিচালকের দপ্তর-০০২ ৩. প্রশাসন শাখা-০০৩ ৪. আইসিটি শাখা-০০৪ ৫. অনুদান শাখা-০০৫ ৬. হিসাব শাখা-০০৬ ৭. উন্নয়ন শাখা-০০৭	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভা সমাপ্ত করেন।

১৭/১০/২১

ড. নাহিদ রশীদ
মহাপরিচালক (সচিব)
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড